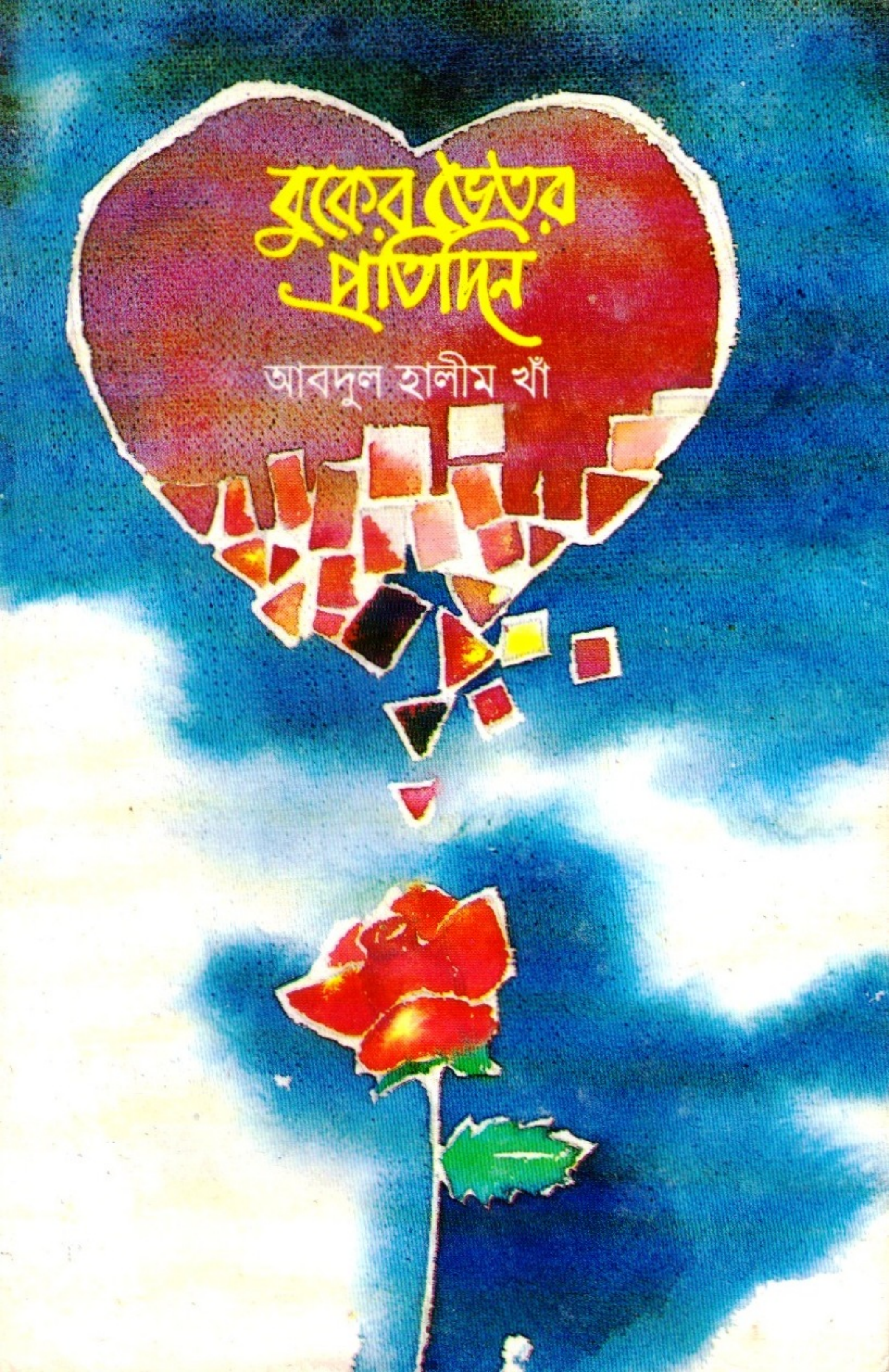
বুকের ভেতর প্রতিদিন
আবদুল হালীম খাঁ

বুকের ভেতর প্রতিদিন
আবদুল হালীম খাঁ

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

বুকের ভেতর প্রতিদিন
আবদুল হালীম খাঁ

বুকের ভেতর প্রতিদিন
আবদুল হালীম খাঁ

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বাসাপপ্র-২০

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর-১৯৯১
আশ্বিন-১৩৯৮

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণে
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ
দীপ্তি কম্পিউটার, ঢাকা

মূল্যঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

Buker Bhetor Protidin: A collection of Poems by Abdul Halim Khan, Published by Abdul Mannan Talib, Director, Bangla Shahitta Parishad, 171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Price: Tk. 30.00

গোলাপের ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে তার
কাছে বাড়ালাম ঋণ,
একটু ঘ্রাণ দিতে পারলাম না
এতটুকু ঘ্রাণ পারিনি দিতে
গোলাপকে কোনদিন।

আবদুল মান্নান তালিব
মতিউর রহমান মল্লিক
আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু
আসাদ বিন হাফিজ
বুলবুল সরওয়ার
সুহৃদ বরেষু–

সূচী

৯ বুকের ভেতর প্রতিদিন
১০ যে প্রাণের ভেতর গোলাপ
১১ আমার আকাশ আমার হৃদয়
১২ জানালা
১৩ মোমবাতি
১৪ বুকে আঁকি
১৫ এদেশ আমার
১৬ একটা স্লিপিং পিল দাও
১৭ কালোগাছ
১৮ বাড়ির চিঠি
১৯ আমি বোধ হয় নেই
২১ একটি উজ্জ্বল প্রাসাদের ছবি
২২ আত্মসমর্পণের কথা
২৩ তোমার মৃত্যু নেই
২৪ কারুকাজ
২৫ দৃষ্টি
২৬ চোখ
ফিলিস্তিনের আর্তনাদ ২৭
ফররুখঃ তোমাকে দেখে ২৯
তিনি হাঁটতে লাগলেন ৩০
উড়ে যাচ্ছি ঝড়ে ৩১
আরো দূরে যেতে হবে ৩২
লাইলির বাগানে একদিন ৩৩
আলোর জন্য ৩৪
বুদবুদ ৩৫
নেতাদের গল্প ৩৭
শহীদের মুখ ৩৯
ঘর ৪০
ধূলি ৪১
ইশারা ৪২
আমার ঘর ৪৩
আমি একটি চাকরী চাই ৪৪
লাশটা পড়ে আছে ৪৫
দীপ জ্বেলে গেছ ৪৭

বুকের ভেতর প্রতিদিন

আমাদের বুকের ভেতর প্রতিদিন অনেক
আকাংখা জন্ম লাভ করে
আমরা তার কিছু কিছু হত্যা করে
অবশিষ্ট গুলোর খোরাক জোটাই।

আমাদের বুকের ভেতর আছে প্রেম
সে প্রেমের প্রদীপ নিভে গেলে
আমরা অন্ধ হয়ে যাই
অন্ধরাই পশু
পশুরাই মাতাল
মাতালরা সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চায়।
ওরা হিংস্র ক্রোধে
আমাদের ভালবাসার ফুলের বাগানে
আমাদের ভালবাসার ফসলের ক্ষেতে
বোমা ফেলে
ঝড় আনে
যুদ্ধ আনে
রক্তপাত ঘটায়।
আমাদের ভালবাসার রাস্তাঘাট, সেতু
ধ্বংস করে
নদীতে দেয় বাঁধ
যোগাযোগের সব তার দেয় কেটে।

আমাদের সবার বুকের গভীরে
মৎস্য চাষের মত
ভালবাসা চাষ করা প্রয়োজন,
অকালে যাদের বুকের প্রেম মরে গেছে
তাদের ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন।

যে প্রাণের ভেতর গোলাপ

একজন মৃত এবং
একজন ভীরু মানুষের কোন পার্থক্য নেই।
মৃতদের মুখ আছে।
ভীরুদেরও মুখ আছে
অথচ মৃতদের মত ভীরুরা ভাল মন্দ
কিংবা সত্য না মিথ্যা
হক না বাতিল
কিছুই বলতে পারে না।

মৃতদের গোলাপের প্রয়োজন নেই
জীবিতদের ভীষণ প্রয়োজন,
তাজা প্রাণের জন্যই তো ফোটে ফুল
অথচ
ভীরুরা কাঁটার ভয়ে
গোলাপের দিকে বাড়ায় না হাত
আজীবন গোলাপহীন থেকে যায়
কারণ তারা মৃতের মিছিলে
চলে গেছে অনেক দূর।
মৃতদের হৃদয়ে স্পন্দন নেই
ভীরুরা প্রতিদিন অসংখ্য কামনার
স্পন্দন নিহত করে
হৃদয়কে বানিয়েছে গোরস্তান।

প্রকৃত পক্ষে
ভীরুরা সবচেয়ে বেশী মৃত
আর সাহসী মৃতরা সবচেয়ে বেশী জীবিত,
সাহসী মৃত্যু থেকে জন্মে
লাখো লাখো তাজা প্রাণ
সে প্রাণের ভিতরে জেগে আছে
অসংখ্য গোলাপ আর কুসুমিত দিন।

আমার আকাশ আমার হৃদয়

মাথার ওপর নাকি আকাশ আছে
বুকের নীচে নাকি হৃদয়
অথচ আজো দু'চোখে দেখিনি
সেই আকাশ আর সেই হৃদয়
শুধু যেদিন
তোমার ঘরে লেগেছিল আগুন
সেদিন
আমার আকাশে দেখেছিলাম ধোঁয়া
আমার হৃদয়েও দেখেছিলাম ধোঁয়া

আজো পৃথিবীর দিকে দিকে জ্বলছে আগুন
জ্বলছে আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ইথিওপিয়া
আসাম, বার্মা...
আরো কত দেশ;
এখন আমার আকাশে ভাসছে তার ধোঁয়া।
আমার হৃদয়ে দেখেছি শুধু ধোঁয়া।

আজো পৃথিবীর দিকে দিকে চলছে
নরহত্যা, শিশু, বৃদ্ধ রোগী, নারী
হায়! অসহায় গর্ভবতী নারী
কারো ক্ষমা নেই।

এখন আমার আকাশে শুনছি শুধু
তাদের মৃত্যু চিৎকার
শুধু মৃত্যু চিৎকার।

তোমাদের আকাশে কিছু কি দেখতে পাও?
তোমাদের হৃদয়ে কিছু কি শুনতে পাও?

জানালা

আমার এ ঘর রুদ্ধ আজ
অন্ধকারে বসে আছি আমি।
একটা জানালা চাই এ ঘরে, চোখের মতোন।
সেই সে জানালা বেয়ে
আলো
হাওয়া
আসবে এ ঘরে।

ভোরের আজানে
আমার আত্মার পাখি ছুট দেবে
পবিত্র সে নামে।
একটা জানালা চাই আমি।
সেই জানালা চোখে রোজ
দেখবো পৃথিবী
আকাশ নক্ষত্র নদী সমগ্র সৃষ্টির কারুকাজ
এবং সৃষ্টির সেরা মানব মানবী।

একটা জানালা চাই আমি।

মোমবাতি
(ট্রিওলেট)

(এক)
মোমের ছোট্ট বাতিটি জ্বলে
আমার বিজন রাতের ঘরে
নীরবে শুধুই যায় যে গলে
মোমের ছোট্ট বাতিটি জ্বলে।
সলিতাটুকু পুড়ে শেষ হলে
আঁধারে এ ঘর যাবে যে ভরে।
মোমের ছোট্ট বাতিটি জ্বলে
আমার বিজন রাতের ঘরে।

(দুই)
আমি এ মোমের মতোন জ্বলে
নিঃশেষ হচ্ছি দিবস রাতি।
জীবনের আয়ু ঝরছে গলে
আমি এ মোমের মতোন জ্বলে।
আয়ুর ফিতে পুড়ে শেষ হলে
নিভে যাবে এই জীবন বাতি।
আমি এ মোমের মতোন জ্বলে
নিঃশেষ হচ্ছি দিবস রাতি।

বুকে আঁকি

অনেক খাদ্যই আমরা খেতে
পারি না
শুধু দৃষ্টি দিয়ে চেটে যাই,
অনেক স্থনেই আমরা যেতে
পারি না
শুধু কল্পনায় হেঁটে যাই।

অনেক ফুলই আমরা স্পর্শ
করতে পারি না,
শুধু দূর থেকে ঘ্রাণ শুঁকে থাকি,
অনেক ভাবই আমরা প্রকাশ
করতে পারি না,
শুধু গোপনে তারে বুকে আঁকি।

এদেশ আমার
(ট্রিওলেট)

(এক)

সবুজ ফসলে ভরা এদেশ আমার
বড় অপরূপ এর নদী মাঠ বন,
ফুল পাখি লতাপাতা সোনালী খামার
সবুজ ফসলে ভরা এদেশ আমার।
কৃষক শ্রমিক জেলে তাতী ও কামার
এক সাথে কাজ করে সবে এক মন।
সবুজ ফসলে ভরা এদেশ আমার
বড় অপরূপ এর নদী মাঠ বন।

(দুই)

ভালোবাসি এদেশের আলো বায়ুজল
ঘাস আর মৃত্তিকার সোঁদা সোঁদা ঘ্রাণ।
মন ভরে দেখে এর ফুল আর ফল
ভালবাসি এদেশের আলো বায়ু জল।
এ মাটি আমার দেহে দান করে বল
তাই এ মাটির ডোরে বাঁধা মন প্রাণ।
ভালোবাসি এদেশের আলো বায়ু জল
ঘাস আর মৃত্তিকার সোঁদা সোঁদা ঘ্রাণ।

একটা স্লিপিং পিল দাও

একটা স্লিপিং পিল দাও, ডাক্তার
কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিই।
সংসার
আমাকে ঘুমাতে দেয়নি চল্লিশ বৎসর
অবিরাম জেগে আছি
ঘুমানোর অবসর পাইনি খুঁজে।
আজকাল
চাল ডাল তেল নুন মরিচ পেঁয়াজ
অমৃতের মত দুর্লভ
রেডিমেট পুরানো কাপড়ের
দোকানে গিঘ ঘিন লোকের ভিড়
হায়! বেঁচে থাকা।
বেঁচে থাকা মানে
ঘুমহীন জেগে জেগে
দীর্ঘ রাতের অসহ্য যন্ত্রণার
অগ্নি পোহানো।
কালের কুটিল হাওয়ায়
আমার সব স্বপ্নের শহরে লেগেছে আগুন
এ আগুন আর কভু নিভবে না
আর কভু নিভবে না
হায়! স্বপ্নের শহর!

আজ
বড়ই দুঃসহ এই কালের বন্ধুর পথ
ঠেলে ঠেলে চলা,
ভীষণ ক্লান্ত আজ, ডাক্তার,
একটা স্লিপিং পিল দাও হাতে
চট্ করে ঘুমিয়ে নিই।

কালো গাছ

একটা কালোগাছ
সারাটা বাগান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে
শিকড় বিদ্ধ তার সমস্ত জমিনে
গাছটায় ফুল ধরে না
ফল ধরে না
কালো ছায়া ফেলে আছে।

বাগানে তাই
ফুলের গাছে ফুল ধরে না
ফলের গাছে ফল ধরে না
বাগানটা বন্ধ্যা হয়ে আছে।

এবার আমি
কুড়োল আর কোদাল নিয়েছি হাতে
কালো গাছটা উপড়ে ফেলতে দাও।

এখানে আমি বুনবো আবার
ফুল ফসলের চারা

ক্ষুধার্ত মুখে খাদ্য দেবো
প্রাণে দেবো ফুলের সুবাস।

কালো গাছটা আমাকে এবার
উপড়ে ফেলতে দাও,
বাগানটা এখন আবাদ করবো আমি।

বাড়ির চিঠি

অনেক দিন ধরে
দূর বিদেশে পড়ে আছি
কাজে।–
দিনরাত
ব্যস্ত শুধু কাজে।

ডানে বামে কাজ
সামনে পেছনে কাজ
সারাক্ষণ শুধু কাজ আর কাজ।
আমি যেনো কাজের বড়শী গেলা
আবদ্ধ এক মাছ
ছোটার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছি দিনরাত
অথচ, না ছাড়াতে পারছি সেই বড়শী
না ছিড়তে পারছি সেই সূতো।

প্রতিদিন অফিসে চিঠি আসেঃ
নতুন কাজের
পুরনো কাজের,
ফাইল ভাউচার নথিপত্র...

আমি আমার বাড়ির একটি চিঠির
প্রতিক্ষায় আছি
যে চিঠিতে লেখা থাকবেঃ
আবদুল হালিম খাঁ, চিঠি পাওয়া মাত্র
বাড়ি চলে এসো।
সে চিঠি পেলে–
হাতের কাজ ঝেড়ে ফেলে
অফিসের চেয়ার টেবিল ছেড়ে
বাসার খাট বেডিং রেখে

আমি বাড়ি চলে যাবো।
আমি বাড়ি চলে যাবো।
বাড়ির জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে মন।

আমি আমার বাড়ির সেই চিঠির
প্রতিক্ষায় আছি।

আমি বোধ হয় নেই

আমি বোধ হয় এখন আর বেঁচে নেই
বেঁচে থাকলে তো কথা বলতাম
সকাল বিকাল পথ চলতাম
চলতে ফিরতে হোচট খেতাম
অথচ
আমি নিশ্চল অবাক পড়ে আছি
পড়েই আছি।...

বেঁচে থাকলে শীতে কাঁপতাম গরমে ঘামতাম
অসুখে কাশতাম সুখে হাসতাম
দুঃখে কাঁদতাম চিঠি লিখতাম
ছবি আঁকতাম গান করতাম
অথচ
আমি অন্য রকম
ভীষণ অন্য রকম।

জীবিত মানুষ গুলোর চেনা কিছু লোক থাকে
আদর করে কত ডাকে।
দেখা হলে
ঃ কেমন আছো? বস চা খাও...
বাড়ির সবাই ভালো তো...

জীবিত মানুষ গুলোর সাধ থাকে স্বপ্ন থাকে
আশা থাকে ভাষা থাকে ক্ষুধা থাকে ক্রোধ থাকে
খেদ থাকে জেদ থাকে...

আমি তো কতকাল যাবত কিছু পাইনি

আমি তো কতকাল যাবত কিছু খাইনি
অথচ
আমার ক্ষুধা নেই তৃষ্ণা নেই
কিছু পাবার জন্য আকাংখা নেই
পাইনি বলে ক্রোধ নেই
খেদ নেই জেদ নেই
আমি বোধ হয় এখন আর বেঁচে নেই–
বেঁচে থাকলে তো একটা কিছু করতাম
ছুটতাম ধরতাম মারতাম ভাঙতাম
জ্বালাতম..............

একটি উজ্জ্বল প্রাসাদের ছবি

আমি একটি প্রাসাদ তৈরী করবো বলে
যখন সিদ্ধান্ত করলাম
ঠিক তখনই
আমার মনের উপর একটি মাকড়সাঃ
আমি একটি প্রাসাদ তৈরী করবো
আমি একটি প্রাসাদ তৈরী করবো ধ্বনি তুলে
বার বার ঘুরতে লাগলো।

আমি প্রাসাদটি মজবুত করে
তৈরী করতে চাই বলে
ইতিহাস ঘেঁটে খুঁজছি উপাদান
রোমক সম্রাটের জাকজমক পূর্ণ এক প্রাসাদ ছিল
সাদ্দাদের প্রাসাদ ছিল মনিমুক্তো খচিত এবং উঁচু
পারস্য সম্রাটের ছিল বিশাল প্রাসাদ
অথচ সবই ছিল কাঁচের মতো ভংগুর
কদিনেই ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেছে।
এমন ভঙ্গুর প্রাসাদ তৈরী করতে চাইনে আমি।
মনে পড়ে–

একটি প্রাসাদ ছিল মদিনায়
খেজুর আর বাবলা গাছে ছিল তার খুঁটি
খেজুর পাতায় ছিল তার ছাউনী
অথচ আশ্চর্য
কী মজবুত সেই প্রাসাদ
কী আকর্ষণীয় সেই প্রাসাদ
কী উজ্জ্বল সেই প্রাসাদ।
কালের ঝড় ঝাপটার পর
আজো গগণে শির তুলে
অনির্বাণ দীপ্তিতে দাঁড়িয়ে।

পরিকল্পিত প্রাসাদ
তৈরী করার আগেই
আমার মনের ভেতর ফুটে উঠেছে
সেই প্রাসাদের ছবি।

আত্মসমর্পণের কথা

আমরা প্রেমের কথা বলছিলাম
প্রেম মানে আত্মসমর্পণ,
আর আত্মসমর্পণ মানে
আত্মবিস্তার।

ঝর্ণা আত্মসমর্পণ করে
আত্মবিস্তার করে নদীতে,
নদী আত্মসমর্পণ করে
আত্মবিস্তার করে সমুদ্রে
বীজ মাটিতে আত্মসমর্পণ করে
লাভ করে নতুন জীবন।

আমরা আত্মসমর্পণের কথা বলছিলাম
আমরা প্রেমের কথা বলছিলাম
মানে আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠার
কথা বলছিলাম।

তোমার মৃত্যু নেই

একদিন দেখেছিলাম আশ্চর্য প্রত্যয়
দীপ্ত এক মর্দে মুজাহিদ
শুনেছিলাম কণ্ঠ তোমারঃ
আমি বসলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?
সত্যি তুমি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে
নির্ভীক।

অতঃপর
চলে গেছে কত ঝন্‌ঝা ঝড়
জেল জুলুম আর মৃত্যু ভয়
নোয়াতে পারেনি কেউ তোমার
উচ্চ শির।

সেই দিন থেকে
তুমি অটল হিমালয়ের মত
আজীবন অক্লান্ত দাঁড়িয়ে আছ
আমাদের মাঝে
আজো কানে বাজে সেই নির্ভীক
কণ্ঠ
তূর্য নাদের মত রক্তের কণায় তোলে
শ্রদ্ধার ঢেউ
সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত করে।

কে বলে মৃত্যু তোমাকে করেছে হরণ?
জীবন প্রভাত থেকে
তুমি সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে
আজো তুমি আছো আমাদের মাঝে
আমাদের বুকের ভেতর
দেহের শিরায় শিরায়
রক্তের কণায় কণায়
অম্লান। তুমি অমর।
তোমার মৃত্যু নেই।

কারুকাজ

কী সূক্ষ্ম কারুকাজ।
প্রত্যেক বস্তু লুকিয়ে আছে
প্রত্যেক বস্তুর ভেতর
প্রতিটি সৃষ্টি যেন আশ্চর্য সমাজ।

যেমন
গাছ লুকিয়ে আছে ফলের ভেতর
ফল লুকিয়ে আছে ফুলের ভেতর
ফুল লুকিয়ে আছে বীজের ভেতর
বীজ মাটির ভেতর
পৃথিবী
আকাশ
চাঁদ
বৃক্ষ
ফুল
পাখি
পানি
প্রত্যেক বস্তু আছে প্রত্যেক বস্তুর ভেতর
প্রত্যেক সৃষ্টি যেন আশ্চর্য সমাজ।

দৃষ্টি

আমরা দু'এক খন্ড মণিমুক্তো নিয়েই খুশি
মণিমুক্তোর খনির দিকে দৃষ্টি নেই,
আমরা গোলাপ চাই
গোলাপের ঘ্রাণ চাই
অথচ
কেউ গোলাপের বাগান চাইনে।

আমরা আঁধার দূর করার জন্য
আলো চাই আলো চাই করি
অথচ আলোর উৎস চাইনে।

আমরা অপরের কথা শুনি, হাসি শুনি
কান্না শুনি
অথচ
আপন আত্মার কান্না শুনি না।

আমরা সবাই আত্মপ্রচার চাই
আত্মপ্রতিষ্ঠা চাই,
অথচ সবাই আত্মপ্রতিষ্ঠা আর প্রচারের নামে
আত্মঘাতী কাজে মেতে আছি।

আমরা আকাশের মতো উদারতা চাই
সমুদ্রের মতো বিশালতা চাই,
অথচ কোনদিন
আকাশ আর সমুদ্রের দিকে তাকাইনে।
আমরা সবাই
আপন আপন সংকীর্ণ মতাদর্শের গর্তে
চিৎকার করছি দিন রাত।

চোখ

তাঁর মত দু'টি চোখ থাকলে
আমি আর কিছু চাইতাম না-
না অর্থ প্রতিপত্তি
না সুনাম সুখ্যাতি
অমন অভ্রভেদী
অমন উজ্জ্বল
দু'টি চোখই যথেষ্ট লোভনীয়।

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে
অমন দু'একজন চোখঅলা কবির
ভীষণ প্রয়োজন।

তাঁর অমন চোখ ছিল বলে
আঁধারে ঝড়ে পথ চলতে পারতেন
উত্তাল সমুদ্রে কিসতী ভাষাতে পারতেন
'হেরার রাজ তোরণ' দেখতে পারতেন।

তাঁর অমন চোখ ছিল বলে
পাখির বাসা, ডাহুক, লাশ
রাজপথে ক্ষুধার্ত শিশুর শব
ফেরেশতা, বেহেশত, দোজখ জ্বিনপরী
সিরাজাম মুনীরা দেখতে পেতেন।
তাঁর অমন চোখ ছিল বলে
হক বাতিল
ন্যায় অন্যায়
পাপ পূণ্য দেখতে পেতেন।

এবং নিঃসঙ্গ নির্ভীক বন্ধুর পথ ধরে
হাঁটতে পারতেন।

ফিলিস্তিনের আর্তনাদ

ফিলিস্তিন থেকে ভেসে আসছে অবিরাম
ভীষণ চিৎকার
যে দিকে মুখ ঘুরাই বার বার
শুনি সে চিৎকার।

সন্ধ্যায় মাঠে বেড়াতে ছিলাম একা একা
আকাশে মেঘও ছিল না পাখিও ছিল না
না, কোথাও কেউ ছিল না
হঠাৎ গাজা উপত্যকা থেকে ভেসে এলো আর্তনাদ
ঃ ও আল্লাহ্, বাঁচাও বাঁচাও...
দু'জন ফিলিস্তিনী ছাত্র স্কুল থেকে ফিরছিল
মা ওদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল ঘরে
হঠাৎ ক'জন ইসরাইলী সৈন্য পথ থেকে ধরে
নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে
এবং বন্দুক ওদের বুক তাক করে বলল
ঃ লাইন করে দাঁড়াও।
ওরা আকাশ বিদীর্ণ চিৎকার করে ওঠলো
ঃ ও আল্লাহ্ বাঁচাও বাঁচাও...
তারপর মাত্র দু'টি শব্দ ঃ টা টা...

রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমাতে চেয়েছিলাম
কিন্তু ঘুম আমার জানালার কাছেও এলো না
এলো এক যুবতী মেয়ের আর্তনাদ
বর্বর ইসরাইলীরা মেয়েটাকে জোর করে
বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল
মেয়েটা চিৎকার করে বলছিল
ঃ ও আল্লাহ্, বাঁচাও বাঁচাও...
পশুরা ওকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল
শয়তানেরা হি হি করে হাসছিল।

হায়!
আমি আর ঘুমাতে পারলাম না
আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না
দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি
চারদিক গভীর আঁধারে নিঝুম নিঝুম
কোথাও কেউ জেগে নেই
কোনো সাড়া শব্দ নেই
অথচ আমার কানে অবিরাম ভেসে আসছে
সেই অসহায় যুবকদের চিৎকার
ঃ ও আল্লাহ, বাঁচাও বাঁচাও...

হে বিশ্বের মানবমন্ডলী,
এখন কি কেউ কোথাও জেগে আছো?
এখন কি কেউ কোথাও অসহায় মানুষের
আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছো?

ফররুখঃ তোমাকে দেখে

মানুষের মধ্যে আছে আর এক মানুষ
সে মানুষ কত বড় বোধ সম্পন্ন হলে
এতো বেপরোয়া হতে পারে
আমি আগে জানতাম না,
ফররুখ,
তোমাকে বার বার দেখে ভেঙে গেছে ভুল
এখন আমি প্রত্যয়ের সিঁড়িতে উঠে দাঁড়িয়েছি।
মানুষের মধ্যে আছে আর এক মানুষ
সে মানুষ কত মহান তেজদীপ্ত হলে
এমন নির্ভীক হতে পারে
আমি আগে জানতাম না,
ফররুখ,
তোমাকে বারবার দেখে ভেঙে গেছে ভুল,
এখন আমি পরম নির্দ্বিধায়
বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি।
মানুষের মধ্যে আছে আর এক মানুষ
সে মানুষ কত আলোক প্রাপ্ত হলে
এত জ্যোতির্ময় হতে পারে
আমি আগে জানতাম না
ফররুখ,
তোমাকে বারবার দেখে ভেঙে গেছে ভুল
এখন আমি আঁধার ভূবনে
একাই উঠতে পারি জ্বলে।
মানুষের মধ্যে আছে আর এক মানুষ
সে মানুষ কত বড় প্রেমিক হলে
মানুষকে এত ভালবাসতে পারে
আমি আগে জানতাম না
ফররুখ,
তোমাকে বারবার দেখে ভেঙে গেছে ভুল,
এখন আমি মানুষের জন্য আনন্দে
শহীদ হতে পারি।

তিনি হাঁটতে লাগলেন

হাঁটতে হাঁটতে তিনি হঠাৎ
দাঁড়ালেন। তাকালেন ডানে বামে
দেখলেন মনোরম ভূমি ছায়া ছায়া
বৃক্ষ
ফুল
পাখি
নদী
হালকা ওড়নার মতো এক ফালি বেগুনি
জোসনা রাত
আপেলের মতো লাল এক খন্ড দিন
মাথার ওপর উড়ছে দোয়েল চড়াই
দূরে অদূরে ডাকছে ঘুঘু
ঘুঘু ঘুক্...
ঘুঘু ঘুক...

তিনি একটু জিড়িয়ে নিতে চাইলেন
নরোম ঘাসের ওপর মাথার বোঝা নামিয়ে
বসতে না বসতেই
খেকিয়ে উঠলো একজন
বৃক্ষের আড়াল থেকেঃ কী নাম?
ভদ্র লোক চমকে উঠে বললেন– আবদুল হালীম খাঁ
জানো না এটা বিশ্রামের জায়গা নয়? সরো।

তিনি বিস্ময়ে নির্বাক আবার উঠে দাঁড়ালেন
অতঃপর মাথার বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে
হাঁটতে লাগলেন....

কতকাল পর ভদ্রলোক
পৌঁছাবেন শেষ বিশ্রামাগারে?

উড়ে যাচ্ছি ঝড়ে

আমাদের পৃথিবীতে প্রতিদিন
ভীষণ ঝড় হচ্ছে
অথচ আমরা একটুও দেখতে পারছি না
একটু অনুভব করতে পারছি না
সেই ঝড়।

ভীষণ ঝড় তছনছ করে দিচ্ছে
আমাদের জীবন যাপন
আমাদের তাবৎ পৃথিবী।
আমাদের চারপাশের সব কিছু
হয়ে যাচ্ছে ওলট পালট।

আমাদের সাজানো ক্ষেত খামার
ফুলের বাগান গাছ পালা
শহর বন্দর গ্রাম রাজধানী
ষ্টেশন দালান কোঠা অফিস আদালত
সড়ক নম্বর নেম প্লেট
উড়ে যাচ্ছে সব
উড়ে যাচ্ছে
আমাদের ঘরদোর খাট পালংক
দোকান পাট
চেয়ার টেবিল
বই পত্র।
উড়ে যাচ্ছে
আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ
হাতের কলম ছড়ি ঘড়ি...

আমাদের নিজস্ব জিনিস পত্র
আমাদের নিজস্ব নাম ঠিকানা
সবই উড়ে যাচ্ছে সেই ঝড়ে
কিছুই ধরে রাখতে পারছি না।

কি করে রাখবো ধরে?
প্রতিদিন নিজেরাই খড়কুটোর মত
উড়ে যাচ্ছি ঝড়ে।

আরো দূরে যেতে হবে

দূর থেকে এসেছি
এ ষ্টেশনে,
আরো দূরে যেতে হবে
আরেক ষ্টেশনে।

সত্যি বলতে কি
আমাকে সেখানে যেতেই হবে,
যেতেই হবে,
আমি শুধু
আসন্ন ট্রেনের অপেক্ষায় আছি
এ ষ্টেশনে–
অল্প ক্ষণের জন্য
আমার কিছু জায়গার প্রয়োজন।
আমার কিছু হালাল খাদ্যের প্রয়োজন।
অতঃপর
ট্রেন এলে চলে যাবো আরেক ষ্টেশন
অনেক দূরে–

আমি শুধু আসন্ন ট্রেনের অপেক্ষায়
এ ষ্টেশনে আছি।

লাইলীর বাগানে একদিন

লাইলীর বাগানের খুব নাম
একদিন তাই দেখার জন্য ভেতরে ঢুকলাম।
হাওয়ায় দুলে দুলে বলল শেফালী
ঃ ক্যামন আছেন?
গোলাপ বলল হেসেঃ এতদিন পরে এলেন?
লাইলী এলো কাছে, ঘর থেকে
ধমকে উঠলোঃ ওখানে কে, কি প্রয়োজন?

ভয়ে ভয়ে দিলাম উত্তর
ঃ আমি আবদুল হালিম খাঁ
আপনার বাগানে বেড়াতে এসেছিলাম
এই তো এক্ষুণি চলে যাচ্ছি–
বলেই বেরিয়ে এলাম।

লাইলীর বাগান এত সুন্দর অথচ

ঘুরে ফিরে আর কিছুই দেখা গেল না।

আলোর জন্য

আজীবন পড়ে আছি অন্ধকারে
ভীষণ অন্ধকারে
দুচোখে দেখিনি কভু আলো
শুধু এক মুঠো আলোর জন্য
সাতাশ বৎসর যাবত ভাংছি
অন্ধকার পথ।

পৃথিবীর সবখানে এখন যেনো
গভীর ভয়াল রাত
চারদিকে মানুষের কোন সাড়া নেই
শব্দ নেই
শুধু নিশাচর জানোয়ারের ঘোত্ ঘোত্
আর নগ্ন দাপাদাপি–
এ নিঃসাড় রাতের গভীরে
একা জেগে আছি
হিরের মতো এক ফালি আলোর জন্য।

কোথায় আলো? আর কত দূরে?
আর কতদিন আলোর সন্ধানে হাটবো?
এ কুৎসিত ক্লেদাক্ত
আঁধার বিবরে!

বুদবুদ

এক ভোরে
আমার হৃদয় পাঠ করার জন্য
খোলা চিঠির মত
বন্ধুর সামনে মেলে ধরলাম।
বন্ধু বিস্ময়ে মুখ তুললো আকাশের দিকে
এবং সে হয়ে গেল রোদদীপ্ত আকাশ।

ফিরে এসে আমি এক কৃষককে বললাম
ঃ পাঠ করো,

কৃষক পাঠ শেষ না করেই
ক্ষেতে বীজ বোনা শুরু করলো
এবং সে ক্রমশ হয়ে গেল সোনালী মাঠ।

অতঃপর
আমি এক মাঝিকে বললাম
ঃ ভাই, পড়ো
মাঝি পাঠ না করেই চলে গেল
পাল তুলে নৌকোয়
নৌকো ঢেউ তুললো জলে।
নির্বাক বিস্ময়ে আমি এসে
দাঁড়ালাম এক সৈনিকের কাছে
সৈনিক চেয়ে দেখেই
চলে গেলো যুদ্ধের ময়দানে।
তারপর

এক পাখি হৃদয়ের ঘ্রাণ শুঁকেই
বাসা তৈরীর জন্য খড়কুটো সংগ্রহে গেল উড়ে।

আমি অসহায় বৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করলামঃ
হায় আমার হৃদয়!
হায় আমার হৃদয়!
আমি দু'চোখ বন্ধ করে
এই প্রথমবার দিন এবং রাত্রিকে একত্র করলাম,

দিন এবং রাত্রি
পৃথিবীর দুটি পৃষ্ঠা
সুখ এবং দুঃখ
একটি জীবনের দুটি অধ্যায়।

আমরা অনন্ত সময় সমুদ্রে
ভাসমান ফেনা
ভাসমান বুদ্‌বুদ্।

আমরা ফুঁসে উঠি, ছুটি
লুটে পড়ি আবার সেই সমুদ্রেই।

নেতাদের গল্প

আমাদের সুখ দুঃখ
আমাদের আনন্দ বেদনা
আমাদের অভাব অভিযোগ
সব বুঝবার দায়িত্ব দিয়েছি
নেতাদের হাতে।

নেতারা যা দেখান
আমরা তাই দেখি
নেতারা যা বুঝান
আমরা তাই বুঝি
কারণ–
নেতাদের চোখই আমাদের চোখ
আমাদের আর কোন নিজস্ব চোখ নেই,
নেতাদের হাতই আমাদের হাত
আমাদের আর কোন নিজস্ব হাত নেই,
নেতাদের কণ্ঠই আমাদের কণ্ঠ
আমাদের কোন নিজস্ব কণ্ঠ নেই।

নেতারা হাসলে আমরা হাসি
নেতারা কাঁদলে আমরা কাঁদি
যেহেতু
আমাদের হৃদয় ভূমি সম্পূর্ণ
বর্গা চাষের জন্য নেতাদের জিম্মায়
ছেড়ে দিয়েছি
এখন
আমদের বুকের নীচে
আর কোন হৃদয় নেই
আমাদের ঘাড়ের ওপর
আর কোন মাথা নেই
এবং এখন আমাদের পা থেকে

চুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত কোন বিবেক অবশিষ্ট নেই।
তাই
নেতারা মিছিলের ডাক দিলেই
আমরা আস্ত মিছিল হয়ে যাই
নেতারা শ্লোগান দিলেই
আমরা ফেষ্টুন হয়ে যাই
নেতারা আন্দোলনের ডাক দিলেই
আমরা সংগ্রাম হয়ে যাই।
নেতারা অফিস আদালতে টেনে বাসে
আগুন জ্বালাতে বললেই
আমরা অগ্নি হয়ে যাই।
কারণ
নেতাদের কথা মানেই জনতার কথা
নেতাদের কথা মানেই গণতন্ত্রের কথা
নেতাদের কথা মানেই দেশের কথা।
নেতারা বাঁচলে দেশ বাঁচবে
নেতারা মরলে দেশ মরবে;
নেতাদের কল্যাণ মানে আমাদের কল্যাণ
নেতাদের বাড়ি গাড়ি মানে আমাদের বাড়ি গাড়ি।

অতএব
আমাদের জমিজমা
আমাদের বাড়ি ঘর
আমাদের ঢেঁকি কুলা
আমাদের জান প্রাণ দিয়ে চির দিন
নেতাদের জয়গান গেয়ে যাবো

নেতাদের জিন্দাবাদ দিয়ে যাবো।

শহীদের মুখ

প্রভাতের মতো এক ফালি হাসি
ধারন করে আছে সে মুখ।
ঝরণার মতো উচ্ছল স্বপ্ন
ধারন করে আছে সে চোখ
রোদ্রের মত এক টুকরো সুখ
ধারন করে আছে সে বুক
আকাশের মত স্থির যৌবন
ধারন করে আছে সে।

ঘর

এই ঘরখানা কার?
আবদুল হালীম খাঁর।

এত ছোট তার ঘর
কে নেয় খোঁজ খবর?

মাত্র সাড়ে তিন হাত
চলে যায় দিন রাত।

ধূলি

ধূলি
নিতান্তই মামুলি
হীন চিরদিন
পথে ঘাটে নীরবে
আছে পড়ে।
ফলে
সবাই দু'পায়ে দলে
চলে
অথচ এই ধূলি
বাতাস এলেই ওঠে ফুলি
উড়ে
ঘুরে
ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে
ছোটে।
অতপর
যখন শুরু হয় ঝড়
ধূলি সে লাগে চোখে মুখে তরতর
পড়ে মাথার ওপর
অন্ধকার করে চরাচর।

ধূলি
তুচ্ছ মামুলি,
অথচ এলে ঝড়
পা থেকে উঠে আসে মাথার ওপর।

ইশারা

একঃ পৃথিবী ও বিশ্বাস

পৃথিবী
এক বিশাল অন্ধকার ঘর
বিশ্বাস
এ অন্ধকারে যেনো রবিকর

দুইঃ দ্বন্দ্ব

পৃথিবীর কিছু দেখি, কিছু দেখিনা
আমি অর্ধেক অন্ধ,
যা কিছু দেখি, বুঝি, অনুভব করি
তাতেও রয়ে যায় দ্বন্দ্ব।

তিনঃ ক্ষমা

তুমি ইচ্ছে করলে সব দোষ করে ক্ষমা,
আমাকে তোমার কাছে রাখতে পারো
জমা।

চারঃ চাবি

আমি শুধু 'দাঁড়াতে চাই' এইটুকু ছিল
আমার প্রাণের দাবী,
তুমি এনে দিলে হাতে পৃথিবীর
দরজা খোলার চাবি।

পাঁচঃ অক্ষমতা

আমি নিজস্ব পৃথিবী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম
জীবন ভর,
অথচ নিজে থাকার জন্য গড়তে পারলাম না একটি ঘর।

আমার ঘর

আমার এ ঘর
এখন আর দেখায় না ভালো
বড় বিবর্ণ আর জীর্ণ হয়ে
পড়েছে নুয়ে।

আমার এ ঘরের কাছে
এখন আর কেউ আসে না
কেউ বসে না-
কেউ বলে না
ঃএই ঘরটা কার?
কিছুদিন পর
আমার জন্য তৈরী হবে
আরেক নতুন ঘর।
অতঃপর
আবদুল হালীম খাঁর
কেউ আর নেবে না খবর।

আমি একটি চাকরী চাই

আমি একটি চাকরী চাই
চাকরী দেবে? চাকরী?

আমি এক বেকার
কাজ করে খেতে চাই
কাজ করে বাঁচতে চাই
কাজের জন্য অনেক পথ হেঁটে
এসেছি এ শহরে।

আমি একটি চাকরী চাই
চাকরী দেবে? চাকরী?
চাকরীর জন্য নিয়ে এসেছি টেষ্টমনিয়াল
সার্টিফিকেট সত্যায়িত ফটো আর এই দেখুন
আমার সমস্ত প্রশংসাপত্র–

চাকরী দেবে? চাকরী?
চাকরীর জন্য ফেলে এসেছি অসুস্থ মা
আইবুড়ো বোন, নাবালক ভাই
একটা ভাঙা ঘর
একটা বিধ্বস্ত সংসার...

চাকরী দেবে? চাকরী?
একটা চাকুরীর অভাবে আমার জীবন
কৃষকের বিরাণ ক্ষেতের মত
শিশুর হাতের ফুটো বেলুনের মতো
বিপন্ন ভীষণ।
চাকরী দেবে? চাকরী?
একটি চাকরীর অপেক্ষায় আইবুড়ো বোন
বৃদ্ধা মায়ের কাছে নির্বাক হতাশায় কাঁপছে,
একটি চাকরীর অভাবে
বুড়ো পিতার দু'চোখ অন্ধকার হয়ে গেল
সংসার এখন অন্ধকার শুধু অন্ধকার।
চাকরী দেবে? চাকরী?
একটি চাকরী আমার প্রাণের চিৎকার।

লাশটা পড়ে আছে

লাশটা উল্টে পড়ে আছে
ভীষণ বিকৃত...
চোখ মুখ খুবলে খাচ্ছে দুপুরের খুধার্ত কাক, শকুন
পেটের নাড়ি ভূঁড়ি মাথার ঘিলু
উরুর শুকনো চামড়া খেয়ে গেছে
রাতের শেয়াল, কুকুর...

লাশটা পড়ে আছে হা করে
উপরের দিকে
অসীমের দিকে
বেরিয়ে আছে দু'পাটির কয়টি দাঁত।
চারিদিকে এখন কাকের কাকা
শকুনের ডানা ঝাপটানি ছাড়া আর
কোন শব্দ নেই সাড়া নেই...

লাশটার শরীরে রক্ত নেই, বাহুতে স্পন্দন নেই
অথচ
এখনো মুষ্টি বদ্ধ দু'টি হাত।

লাশটার পায়ে হাড় ছাড়া
কোন গোস্ত নেই শিরা উপশিরা নেই
সব টেনে টুনে ছিঁড়ে খেয়েছে গৃধিনিরা
অথচ
পায়ের গোড়ালী সে মেরেছে সাত নম্বর
খাদ্য গুদামের মজবুত দেয়ালে
এবং পায়ের বৃদ্ধ আঙুলের মাথা তুলে আছে
সামনের দশতলা দালানের দিকে
অসীমের দিকে....

লাশটা পড়ে আছে
একটা ক্ষুধা পড়ে আছে
একটা যন্ত্রণা পড়ে আছে
একটা ক্রোধ পড়ে আছে
একটা প্রতিবাদ পড়ে আছে
একটা ফরিয়াদ পড়ে আছে
একটা মানবতা পড়ে আছে
একটা মানচিত্র পড়ে আছে

পড়ে আছে তৃতীয় বিশ্বের
সমূহ সর্বনাশ।

দীপ জ্বেলে গেছ

আমরা কোথাও যেতে চেয়েছিলাম
আমাদের কোথাও যাওয়া প্রয়োজন ছিল
অথচ যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না,
ভীষণ অন্ধকারে ঢাকা ছিল পথ-

ক্রমশঃ সে অন্ধকারে আমরা তলিয়ে যাচ্ছিলাম
আমাদের কারো চেহারা দেখা যাচ্ছিল না।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে
একজন রাহবারের কথা ভাবছিলাম
অন্ধকার থেকে যে আলোকোজ্জ্বল পথে
কাংখিত মনজিলে নিয়ে যেতে পারে।

সেই অন্ধাকারে তখন
তুমি দাঁড়িয়ে ডান হাত উর্ধ্বে উত্তোলন করে
বল্লেঃ বন্ধুরা শোন...

আমরা ব্যাকুল প্রত্যাশায়
তোমার দীপ্ত মুখের দিকে তাকালাম
তোমার বরকতময় উজ্জ্বল হাতের দিকে তাকালাম।
আমাদের জন্য
তুমি খুব দ্রুত একটি প্রদীপ জ্বাললে
আমাদের চারদিক আলোয় গেল ভরে।

অনেক দিন পর
আমরা আবার আমাদের চেহারা দেখলাম
আমরা আবার আমাদের নিজকে আবিষ্কার করলাম।

তুমি এবার শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে
একটি প্রশস্ত রাজপথ দেখিয়ে বল্লে–
বন্ধুরা চলো...
এবং তুমি সম্মুখে অগ্রসর হলে,
অতঃপর
আমরা তোমার সাথে হাঁটতে লাগলাম
আজো হাঁটছি অবিরাম
অনেক চড়াই উৎরাই
অনেক বাঁক পেরিয়ে চলে এসেছি অনেক দূর।

পথ চলতে চলতে তুমি আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিলে
ঃ ভাইয়েরা,
এই তো একমাত্র রাজপথ...

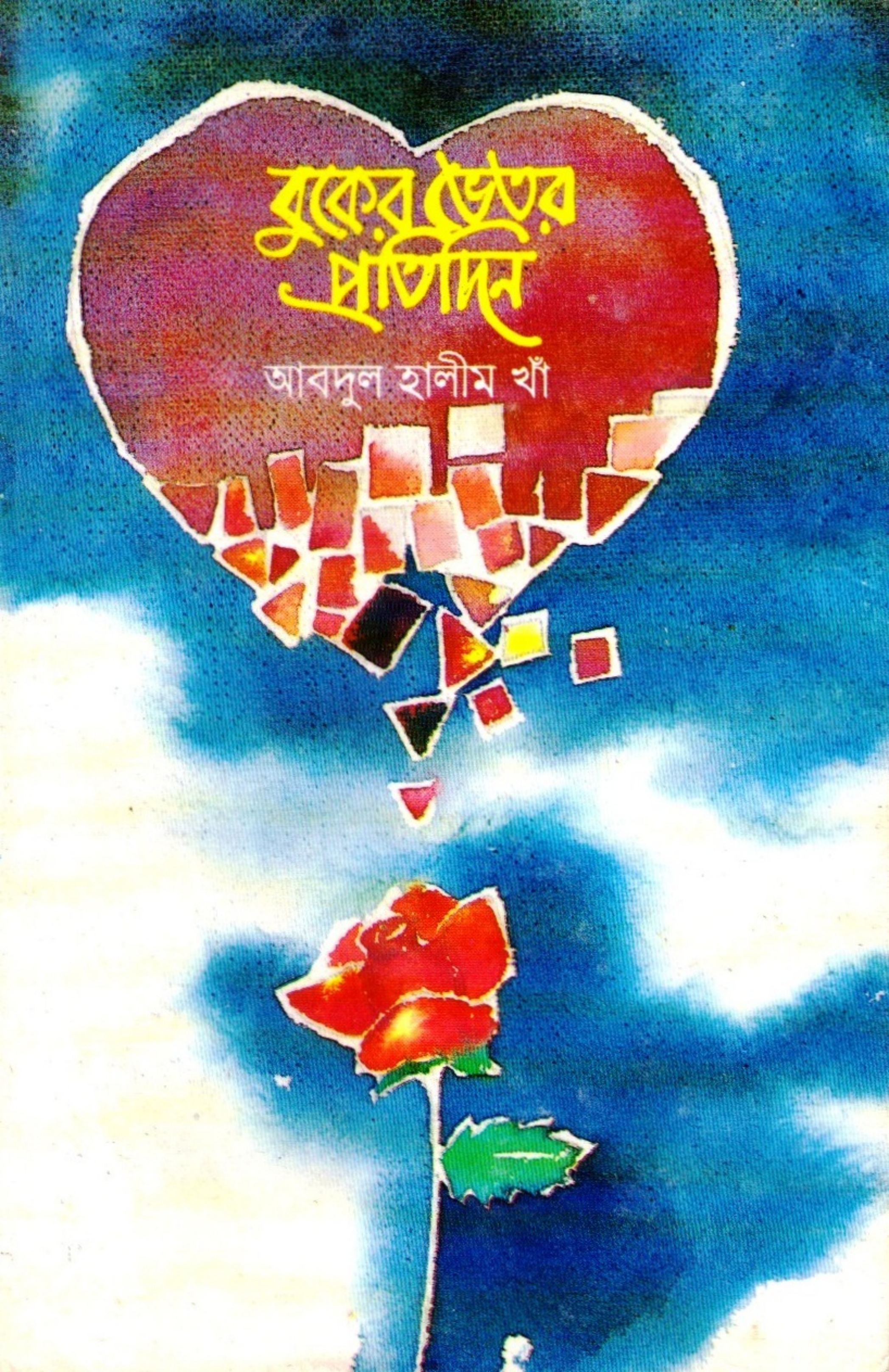
বুকের ভেতর প্রতিদিন
আবদুল হালীম খাঁ